গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৮ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা | ৩ - ৯ এপ্রিল ২০২৬ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল সহ বৈধ নাগরিকদের নাম বাদ

নির্বাচন কমিশনে এস ইউ সি আই (সি) প্রতিনিধিদল

প্রাক্তন সাংসদ ডাক্তার তরুণ মণ্ডল সহ লক্ষ লক্ষ নাগরিকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাতিলের প্রতিবাদে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ২৮ মার্চ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য দেবাশিস রায়, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ডাক্তার তরুণ মণ্ডল ও রাজ্য কমিটির সদস্য অজয় চ্যাটার্জী। অতিরিক্ত প্রধান নির্বাচনী আধিকারিক এবং মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের ওএসডি-র সাথে তাঁদের দীর্ঘ আলোচনা হয়। স্মারকলিপির প্রতিলিপি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, লোকসভার স্পিকার ও রাষ্ট্রপতির কাছেও পাঠানো হয়।

এসআরআই-এ বৈধ ভোটারদের নাম বাতিলের প্রতিবাদে কলকাতায় সিইও দফতরে বিক্ষোভ। ২ মার্চ

বৈধ সমস্ত নথিপত্র জমা দেওয়া সত্ত্বেও এক মাস বিবেচনাধীন রাখার পর জয়নগরের প্রাক্তন সাংসদ ডাক্তার তরুণ মণ্ডলের নাম ২৭ মার্চ প্রকাশিত অতিরিক্ত তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমনটি হয়েছে দলের অসংখ্য নেতা-কর্মী-সংগঠক-সমর্থক সহ রাজ্যের লক্ষ লক্ষ নাগরিকের ক্ষেত্রে। বিধানসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়া যখন রাজ্যে শুরু হয়ে গেছে তখন সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত ১৫.৭৫ লক্ষ নাগরিকের নাম ইতিমধ্যেই ভোটার তালিকা থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে। ৬৩ লক্ষ এ রকম বিচারাধীনের মধ্য থেকে এই সংখ্যাটা প্রায় ৩০ লক্ষে গিয়ে পৌঁছতে পারে বলে আশঙ্কা। ফলে বিপুল সংখ্যক নাগরিককে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করেই নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচন 'নির্বিঘ্নে' সারতে চাইছে। এর আগে এনুমারেশন প্রক্রিয়াতে বাতিল হয়েছে প্রায় ৫৮ লক্ষ, যাদের নাম ২০২৫-এর ভোটার তালিকায় ছিল। বিএলওদের এই কাজের পরেই শুরু হয়ে যায় নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পদক্ষেপ 'লজিক্যাল

সাতের পাতায় দেখুন

মোদিজি কাদের তৈরি থাকতে বলছেন

'করোনা কালের মতো তৈরি থাকুন'— ২৩ মার্চ লোকসভায় এ কথা কার উদ্দেশে বললেন প্রধানমন্ত্রী? তা কি দেশের জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে? যুদ্ধ পরিস্থিতির আবহে সব জিনিসের দাম বাড়বে, তার জন্য জনসাধারণকে ত্যাগস্বীকার করতে হবে, সে কথাই কি বলছেন তিনি? (আবাপ- ২৪ মার্চ)

'করোনা কালের মতো তৈরি থাকুন' বলতে প্রধানমন্ত্রী কী বোঝাতে চেয়েছেন? করোনা অতিমারির সময়ের মতো জনসাধারণ অভুক্ত-অর্ধভুক্ত থেকে, কাজ থেকে ছাঁটাই হয়ে দিনের পর দিন দুর্দশায় কাটাবে, ঘরে ঘরে শিশুদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাবে, স্কুল-কলেজের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাবে, জরুরি সরকারি পরিষেবাগুলি না পেলেও দেশের মানুষ তা নিয়ে বিন্দুমাত্র অভিযোগ করবে না, এমনটাই কি! জনসাধারণের পূর্ব অভিজ্ঞতা অন্তত সেই আশঙ্কার সাথে মিলে যাচ্ছে।

করোনা কালে দেশের মানুষকে কোনও প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়ে প্রধানমন্ত্রী কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে, আলো বন্ধ রেখে যখন করোনা তাড়ানোর নিদান দিলেন, যখন হঠাৎ লকডাউন ঘোষণা করে দিলেন, তার ফল ভোগ করল কারা? সাধারণ মানুষই। অপরিকল্পিত লকডাউনের পরিণামে বহু মানুষের মৃত্যু হল। ঘরে ফিরতে চাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের অনেকেই খিদে-তৃষ্ণা-পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পথেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। রেললাইনে বিশ্রাম নেওয়া মানুষ দুর্ঘটনায় দলাপাকানো মাংসপিণ্ডে পরিণত হল। কাজ চলে গেল অসংখ্য মানুষের। রিক্সাচালক, মুটে-মজদুর সহ অসংগঠিত ক্ষেত্রের বহু মানুষ রুটি-রুজি হারিয়ে কার্যত পথে বসতে বাধ্য হলেন। সন্তানকে খেতে দিতে না পারার যন্ত্রণায় কত মা দেহবিক্রির পথে যেতে বাধ্য হলেন। তখন প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর সরকারকে এই সঙ্কট মোকাবিলার জন্য তৈরি থাকতে দেখা যায়নি। বরং মহামারি পরিস্থিতিতে জনসাধারণকে চরম ত্যাগস্বীকার করার পরামর্শ দিয়েছেন এবং প্রতি মুহূর্তে তাদের ত্যাগস্বীকারের

সাতের পাতায় দেখুন

কেন আপনি

এস ইউ সি আই (সি)-কেই ভোট দেবেন

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ যে জনসাধারণ, গণতন্ত্রে তাঁদের ভূমিকা কী? তা কি শুধুই পাঁচ বছর অন্তর একটা করে ভোট দেওয়া? মানুষ যাঁদের ভোট দেন তাঁরা কি সত্যিই সেই সব মানুষের সামগ্রিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন?

প্রশ্নটা ওঠার কারণ আছে। শাসক কিংবা বিরোধী যে দলই হোক, রাজনীতিতে এখন শুধুই অর্থের আস্ফালন। অধিকাংশ প্রার্থীর হলফনামা ঘাঁটলে দেখতে পাওয়া যাবে, তাঁদের সম্পত্তি কী বিপুল পরিমাণে ফুলেফেঁপে উঠছে। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্বে জনগণের নাভিশ্বাস উঠলেও তাঁদেরই ভোটে নির্বাচিত এমএলএ-এমপিদের গাড়ি-বাড়ির বহর এবং জাঁকজমক বাড়তে সময় লাগে না। বেকারত্বে যখন দেশ ছেয়ে যাচ্ছে, দেশে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন যখন বাড়ার পরিবর্তে কার্যত কমে চলেছে, কৃষকরা ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে, তখন এই সব জনপ্রতিনিধিরা তাঁদের বেতন এবং অন্যান্য অজস্র সুযোগ-সুবিধা নিজেরাই বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে চলেছেন। মূল্যবৃদ্ধি আকাশ ছুঁয়ে যায়, শিক্ষা চিকিৎসা থেকে সরকার হাত গুটিয়ে নেয়, এসব নিয়ে ব্যবসা করার জন্য তুলে দেয় মুনাফালোভী বেসরকারি মালিকদের হাতে। অথচ এমএলএ-এমপিরা, যাঁরা নাকি জনপ্রতিনিধি, তাঁরা এ সবই হয় না দেখার, না শোনার ভান করে চুপ করে থাকেন, আর না হয় তাঁদেরই সমর্থনে লোকসভা-বিধানসভায় জনগণের মতামত ছাড়াই একের পর এক স্বৈরতান্ত্রিক আইন, অর্ডিন্যান্স জারি হয়ে যায়। তারা যদি জনগণের উপর চেপে বসা এই সব সমস্যার বিরুদ্ধে আওয়াজ না তোলেন তা হলে তাঁরা জনগণের প্রতিনিধি হন কী করে? তা হলে জনগণের ভোটের মর্যাদা থাকে কোথায়?

কেন এমনটা হয়, কেন ভোট শেষ হলেই এমএলএ-এমপি-মন্ত্রীরা জনগণের কথা ভুলে যান? আসলে এই সব জনপ্রতিনিধিরা জনগণের ভোটে জয়ী হলেও আসলে প্রতিনিধিত্ব করেন দেশের শাসক ধনিক শ্রেণির, মালিক শ্রেণির। যদিও এটাই দেশের ভোট রাজনীতির প্রধান দিক, তবু এর বিপরীত রাজনীতিও আছে, যাঁরা সত্যিই জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁরা সংখ্যায় কম হলেও অনেক সময় একা হলেও আইনসভায় দাঁড়িয়ে জনস্বার্থে লড়াই করেন। এমনকি সব দলের প্রতিনিধিরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে লোকসভা-বিধানসভায় নতুন নিয়ম এনে যখন নিজেদের বেতন বাড়িয়ে নেন, তখন তার তীব্র প্রতিবাদ করেন, বাড়তি বেতন নিতে অস্বীকার করেন। সাম্প্রতিক কালে একমাত্র এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এমএলএ-এমপিরা এমন ভূমিকা পালন করেছেন।

কারা কোন শ্রেণির প্রতিনিধি

আবার একটি নির্বাচন এসে গেছে। শাসক শ্রেণির দলগুলি বিপুল পরিমাণ অর্থ আর প্রচারযন্ত্র নিয়ে নেমে পড়েছে। সেই প্রচারে আবার একবার ভেসে না গিয়ে এ বার কিছু বিষয় বিচার করে দেখার জন্য আমরা জনগণের সামনে রাখছি। বিচার করে দেখতে হবে— কোন দলটি সত্যিই জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে, আর কারা মুখে জনগণের কথা

ছয়ের পাতায় দেখুন

কমরেড মৃণাল দত্তের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য কমিটির সদস্য এবং নদিয়া জেলার পূর্বতন সম্পাদক কমরেড মৃণাল দত্ত দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ১৩ মার্চ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দলের নদিয়া জেলার সর্বস্তরের অসংখ্য কর্মী-সমর্থক তাঁকে শেষ বারের মতো দেখতে আসেন। মরদেহ দুপুরে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁরই প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টিহীন ও মূক-বধিরদের স্কুল 'হেলেন কেলার স্মৃতি বিদ্যামন্দিরে'। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী সহ স্কুল পরিচালন কমিটির সদস্য ও বহু সাধারণ মানুষ সেখানে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। বেলা ৩টায় তাঁর মরদেহ নিয়ে আসা হয় পল্লীশ্রীতে দলের অফিসে। সেখানে দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষে কমরেড মৃণাল দত্তের মরদেহে মাল্যদান করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল। মাল্যদান করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত, নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির ইনচার্জ হররোজ আলি শেখ, নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক অঞ্জন মুখার্জী সহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও অসংখ্য কর্মী-সমর্থক। দলীয় অফিস থেকে শহরের পোস্টঅফিস মোড় পর্যন্ত শেষযাত্রায় তাঁরা অংশগ্রহণ করেন। নবদ্বীপ শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

শৈশবে সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর ১০ বছর বয়সে কমরেড মৃণাল দত্ত নরেন্দ্রপুর ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হন। সেখানে তিনি দৃষ্টিহীনদের সংগঠন 'ব্লাইন্ড পার্সনস অ্যাসোসিয়েশন'-এর সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৬৮ সালে তিনি তাঁর শিক্ষক শিবব্রত সেনগুপ্তর মাধ্যমে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র সাথে যুক্ত হন। তিনি তখন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের প্রতিও আকৃষ্ট হন। নরেন্দ্রপুরে পড়ার সময় সেখানকার নানা প্রাতিষ্ঠানিক বাধানিষেধ অতিক্রম করে তিনি দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিমান ছাত্রদের কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে নিয়ে আসার চেষ্টা করতেন। স্বচ্ছন্দে কথা বলার ক্ষেত্রে সমস্যা থাকায় তিনি তাঁর সমস্তরের এবং জুনিয়রদের সাহায্য নিয়েও নতুন যোগাযোগদের কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত করার চেষ্টা করতেন।

১৯৭২ সালে তিনি কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজে ভর্তি হন। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র কংগ্রেস এবং কলেজে কলেজে ছাত্র পরিষদের ভয়াবহ সন্ত্রাসের পরিবেশ। কমরেড মৃণাল দত্ত সেই ভীতি ও সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। ১৯৭৩ সালে বহরমপুরে অনুষ্ঠিত এআইডিএসও-র রাজ্য সম্মেলনে এবং ১৯৭৪ সালে সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্মেলনে তিনি কৃষ্ণনগর থেকে বেশ কিছু ছাত্রকে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। ১৯৭৫ সালে বীরভূমের সিউড়িতে ঐতিহাসিক যুব সম্মেলনে তিনি বহু ছাত্র যুবককে নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ছাত্র সংগঠনে কাজ করার সাথে সাথে কৃষ্ণনগরে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সংগঠন গড়ে তোলার কাজেও তিনি মনোনিবেশ করেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি কৃষ্ণনগর শহরে স্থানীয় ছাত্র ও যুবকদের নিয়ে দলের ইউনিট গড়ে তুলতে সফল হন।

নদিয়া জেলায় সেই সময়ে নানা স্থানে গড়ে ওঠা দলের সংগঠনের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে জেলাভিত্তিক কাজ শুরু হয়। দলের সংগঠন গড়ে তোলার সেই কাজে যেমন অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন, তেমনি প্রতিবন্ধীদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সংগ্রামও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার জন্য তিনি কৃষ্ণনগরে হেলেন কেলার স্মৃতি বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। মূক ও বধিরদের জন্য সেই বিদ্যালয়ের শাখা গড়ে তোলার কাজটিও তিনি করেছেন।

১৯৭২-৭৩ সালে তিনি কৃষ্ণনগরে অগ্নিবীণা সাংস্কৃতিক সংস্থা গঠন করেন। বহু ছাত্র-যুবক এই সাংস্কৃতিক সংগঠনে যুক্ত হন। ১৯৭৬ সালে মহান সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকীতে নদিয়া জেলায় 'শরৎ শতবার্ষিকী কমিটি' গঠনে, বিশেষত কৃষ্ণনগর শহরের শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবীদের এই কমিটিতে যুক্ত করার ক্ষেত্রে কমরেড মৃণাল দত্তের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরই ধারাবাহিকতায় অগ্নিবীণা সাংস্কৃতিক সংস্থার সাংগঠনিক ব্যাপ্তিও বৃদ্ধি পায় এবং অগ্নিবীণা নাট্যগোষ্ঠী গঠন, 'অগ্নিবীণা' সাংস্কৃতিক পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হয়। ১৯৮৯ সালে শহিদ ক্ষুদিরাম জন্মশতবার্ষিকী কমিটির নদিয়া জেলা সম্পাদক হিসাবে বর্ষব্যাপী নানা কর্মসূচি রূপায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর গানের গলা ছিল খুবই ভাল। নিজে বেশ কিছু গান রচনা করে সুর দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিদ্যুৎসংকট, প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বাসভাড়া বৃদ্ধিপ্রভৃতির বিরুদ্ধে এসইউসিআই(সি)-এর নেতৃত্বে ধারাবাহিক ভাবে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, তার সবগুলিতেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি দলের কৃষ্ণনগর লোকাল কমিটির সম্পাদক থাকাকালেই জেলার চাকদহ রানাঘাট সহ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে দলের কাজকর্ম দেখতেন। দলের আর্থিক সংকট মেটাতে নিয়মিত জেলার বিভিন্ন স্থানে সারাদিন ধরে বা টানা দু-তিন দিন যে অর্থ সংগ্রহ হত, তাতে কমরেড মৃণাল দত্ত নিজে উপস্থিত থাকতেন। কোনও কর্মসূচি নিয়ে দেয়াল-লিখন হলে কমরেড মৃণাল দত্ত শীত-গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে কর্মীদের সঙ্গে নিজেও উপস্থিত থাকতেন। দলের প্রতিটি কাজকর্মে তিনি যেমন জড়িত থাকতেন, তেমনি তত্ত্বগত বিষয়ে ও জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা শাখা নিয়ে চর্চায় তিনি গভীর মনোযোগী ছিলেন। আদর্শগত চর্চার সাথে প্রতিটি সাংগঠনিক কাজে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকতেন বলেই দলের কর্মীদের সাংগঠনিক কাজে কী কী ভুল ত্রুটি হতে পারে, কী ভাবে সাফল্য আসতে পারে তা তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন। এই প্রক্রিয়াতেই তিনি একজন দক্ষ সংগঠকে পরিণত হয়েছিলেন।

দলের প্রথম নদিয়া জেলা সাংগঠনিক কমিটি গঠনের সময় থেকেই তিনি জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। ২০০৯ সালে তিনি দলের নদিয়া জেলার সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ২০২২ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত দীর্ঘ ১৩ বছর এই দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৬ সালে কমরেড মৃণাল দত্ত দলের রাজ্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হন।

গত দেড় দশক ধরে তাঁর শ্বাসকষ্টজনিত রোগ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। অসুস্থতার কারণে শেষ দিকে কয়েক বছর তিনি বাইরে কোথাও যেতে না পারলেও কমরেডদের খোঁজ রাখা, পরামর্শ দেওয়া, তত্ত্বগত চর্চা ও সাংগঠনিক কাজে উৎসাহিত করার দায়িত্ব বিশেষ ভাবে পালন করতেন।

দলের সর্বস্তরের কর্মী ও সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা তাঁকে সকলের আপনজন করে তুলেছিল। দলের শিক্ষা অনুযায়ী নেতা-কর্মীদের নিয়ে যৌথজীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সেন্টার গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নিজে সেই রকম একটি সেন্টার গড়ে তোলা, সেখানে থাকা এবং যৌথজীবন পরিচালনার সংগ্রাম করেছেন। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী অত্যন্ত উন্নত রুচি-সংস্কৃতির আধারে দলের ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি অবিচল ছিলেন। কমরেড মৃণাল দত্তের মৃত্যুতে দল ও শ্রমজীবী মানুষ হারিয়েছেন একজন একনিষ্ঠ সংগ্রামী নেতাকে এবং বিশেষভাবে সক্ষম মানুষ হারিয়েছেন তাঁদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অন্যতম সাথীকে।

দলের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ২৪ মার্চ কমরেড মৃণাল দত্ত স্মরণে সভা আয়োজিত হয় কৃষ্ণনগর শহরের পল্লীশ্রী বিবেকানন্দ সংঘের মাঠে। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড সেখ খোদাবক্স। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের পলিটব্যুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মৃদুল দাসও স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে স্মরণসভা সমাপ্ত হয়।

কমরেড মৃণাল দত্ত লাল সেলাম

জীবনাবসান

উত্তর ২৪ পরগণায় দলের ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত ভাটপাড়া-জগদ্দল লোকাল কমিটির প্রবীণ আবেদনকারী সদস্য কমরেড রামাশংকর সিং ১৭ মার্চ হাওড়ার ধূলাগড় এলাকায় এক পথদুর্ঘটনায় নিহত হন। বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

কমরেড রামাশংকর সিং ছিলেন জগদ্দল অ্যালায়েন্স জুটমিলের কর্মী। তিনি ছিলেন শ্রমিকদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা। ১৯৭০-এর দশকে দলের পূর্বতন রাজ্য নেতা ও উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড সনৎ দত্তের পরিচালনায় শ্রমিক নেতা কমরেড কমল ভট্টাচার্য কাঁকিনাড়া-জগদ্দল এলাকার কলকারখানাগুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলছিলেন। কমরেড রামাশংকর সিং সেই সময় এআইইউটিইউসি অনুমোদিত বেঙ্গল জুটমিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে যুক্ত হন এবং অন্যান্য বহু শ্রমিক-কর্মচারীকে যুক্ত করে অ্যালায়েন্স জুটমিলে একটি শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলেন এবং তার প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন সাহসী এবং দৃঢ় চরিত্রের। শ্রমিকের ওপর মালিকের যে কোনও অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে তিনি নির্ভয়ে মালিকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। এর ফলে তাঁর ওপর বহুবার সাসপেনশন অর্ডার হয়েছে এবং মালিকের দালালরা হুমকিও দিয়েছে। কিন্তু কমরেড রামাশংকর সিং সমস্ত কিছু উপেক্ষা করেই ইউনিয়নের কাজ পরিচালনা করেছেন এবং জগদ্দল অঞ্চলে দলের একটি শক্তিশালী ইউনিটও তার ফলে গড়ে উঠেছিল। কমরেড সিং দলেরও একজন দায়িত্বশীল সংগঠকে পরিণত হন। তিনি একসময় দলের ভাটপাড়া-জগদ্দল লোকাল কমিটির সদস্য এবং এআইইউটিইউসির জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি ছিলেন সুবক্তা। হিন্দি ভাষাভাষী শ্রমিকদের কথ্য ভাষায় অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাবে দলের বক্তব্য উপস্থাপিত করে তিনি শিল্পাঞ্চলের সভাগুলোতে শ্রোতাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন। বয়সজনিত ও অন্যান্য কারণে পরবর্তী জীবনে ততটা দায়িত্ব পালন করতে না পারলেও তিনি দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৮ মার্চ তাঁর মরদেহ জগদ্দলে শ্রমিক লাইনের বাসভবনে আনা হলে অসংখ্য শ্রমিক-কর্মচারী তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন। বেঙ্গল জুটমিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড অমল সেন, দলের ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কমরেড প্রদীপ চৌধুরী সহ অন্যান্য জেলা নেতারা এবং আঞ্চলিক কর্মী ও ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যরা তাঁর মরদেহে মাল্যদান করেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন সাহসী, লড়াকু চরিত্রের জনপ্রিয় শ্রমিক নেতাকে হারাল।

কমরেড রামাশংকর সিং লাল সেলাম

প্রার্থী তালিকায় পরিবর্তন

■ **উত্তর দিনাজপুর**
আবাই দুল্লাহ (চাকুলিয়া)
ধূলেষ সরকার (কালিয়াগঞ্জ)

■ **হুগলি**
শিশির রায় (হরিপাল)

■ **পূর্ব বর্ধমান**
উৎপল দত্ত (বর্ধমান দক্ষিণ)

■ **মুর্শিদাবাদ**
লোকমান হাকিম (বেলডাঙা)

■ **আলিপুরদুয়ার**
রাম ওরাওঁ (কুমারগ্রাম)
কিরানী চিক বড়াইক (কালচিনি)
সুধিষ্ট বড়াইক (মাদারিহাট)

মনে রাখা দরকার, রাষ্ট্র আর সরকার এক নয়

শিবদাস ঘোষ

এই রাষ্ট্রযন্ত্র বলতে আমরা কী বুঝি? মনে রাখা দরকার, রাষ্ট্র আর সরকার এক নয়। একটা গোলমাল এখানে সব সময় সৃষ্টি করে রাখা হয়। বোঝানো হয়, যেন সরকারই সব। যেন সরকারটা দখল করতে পারলেই রাষ্ট্রটাকে যেমন খুশি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। বলা হয়, যত নষ্টের মূলে রয়েছে সরকারে থাকা ওই সব বদ লোকগুলো। ওদের হটিয়ে দিয়ে যদি আমাদের মতো ভাল লোকেরা সরকারে যেতে পারি তবেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বিপ্লব-টিপ্লবের হাঙ্গামার আর দরকার নেই। এ ধারণার মধ্যে না আছে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ, না আছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে সঠিক ধারণা। এর মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা, অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে রাষ্ট্রের প্রশ্নকে, তাকে উচ্ছেদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিকে লঘু করে দেখা এবং মানুষকে ভোটের রাজনীতিতে আটকে রাখা। আপনাদের মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্রের প্রশ্নকে বাদ দিয়ে কোনও বিপ্লবী আন্দোলন ভাবাই যায় না। এই যে শোষণমূলক ব্যবস্থা আমাদের দেশে টিকে রয়েছে, একে টিকিয়ে রেখেছে একটা রাষ্ট্রযন্ত্র। রাষ্ট্রের তিনটি শাখা, অর্থাৎ তিনটি স্তম্ভ— মিলিটারি, পুলিশ সহ আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা, আর বিচারবিভাগ। এই তিনটিই রাষ্ট্রের স্থায়ী সংস্থা। ইলেকশনের দ্বারা সরকার পাল্টালেই এগুলো পাল্টায় না। সমঝোতা করে সরকার পাল্টালেও এগুলো যায় না। ক্যু করে সরকার পাল্টালেও যায় না। এর একটা কি দুটো ব্যক্তি এ-দিক ও-দিক হতে পারে মাত্র। রাষ্ট্র হচ্ছে অনেকটা যন্ত্রের মতো। আর সরকার হচ্ছে সেই যন্ত্রের পরিচালক, ইঞ্জিনিয়ার, অপারেটার বা মিস্ত্রি। এক একটা বিশেষ রাষ্ট্রযন্ত্রের ধরনধারণ, কায়দাকানুন, মানসিক ধাঁচা, নিয়মকানুন, চলবার রীতিনীতি— তার তিনটি স্থায়ী সংস্থা নিয়ে এক ধাঁচে বাঁধা। যেমন করে একটা মেশিন, তার বিভিন্ন পার্টস একটা নিয়মে জোড়া দেওয়া হয় এবং একই নিয়মে কাজ করে। অপারেটারকে সেই নিয়ম মেনে কাজ করতে হয়। সেই মেশিন দিয়ে সে অন্য কাজ করতে পারে না। যেমন একটা কাপড়ের কল, সে শুধু কাপড়ই বুনবে। অপারেটার ভাল হলে, বা তাঁতি ভাল হলে, ভাল কাপড় বুনবে অল্প সময়ে। তাঁতি খারাপ হলে, অজ্ঞ হলে কম কাপড় বুনবে, সময় নেবে অনেক। এইটুকু মাত্র পার্থক্য।

ঠিক সেই রকম পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থায় শোষণ করাই সম্ভব। শোষণটা মিষ্টি করে করবে, সহ্য করিয়ে করিয়ে নিয়ে করবে, এবং শোষণটা করবার সময় তারই সঙ্গে মলম মাখাতে থাকবে কি না, সেটা আলাদা কথা। একদল শোষণ করে চাবুক ঘুরিয়ে, আর একদল শোষণ করে, আবার তারই সঙ্গে যাদের শোষণ করে তাদের একটু ডাব খাওয়ায়, কমলালেবুর রস খাওয়ায়, মাখন খাওয়ায়। কিন্তু শোষণটা ঠিকই করে যায়। আর শোষণ নিয়ে প্রশ্ন করলে বলে, এই যে এত ডাব খাওয়াচ্ছি, এত ফলের রস খাওয়াচ্ছি, বুঝতে পারছেন না, কত ভালবাসি আপনাদের। আমি তো চেষ্টা করছি। কী করব, পারছি না। একটু সময় লাগবে। আর একটু সময় দিন।

এই করে করে দুশো বছর ব্রিটিশের অধীন ভারতবর্ষের জঞ্জাল হটাতে কংগ্রেস সাতাশ বছর পার করে দিল। আবার কংগ্রেসকে হটিয়ে যাঁরা আসবেন, তাঁরা আরও পনেরো-কুড়ি বছর নেবেন, আর আপনাদের ক্রমাগত জানিয়ে যাবেন— কী করব বলুন, কংগ্রেস তো সব শেষ করে দিয়ে গেছে, আমাদের সামলে উঠতে একটু সময় দিন। এর পর অন্য কেউ এলে একই ভাবে বলবে।

এই ভাবে সময় চলেই যাচ্ছে। জনসাধারণের অবস্থার কোনও বদল ঘটছে না। শোষণের জগদ্দল পাথরটা আরও শক্ত হয়ে চেপে বসছে। ফলে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক ও পুঁজিবাদী উৎপাদনের উদ্দেশ্য থেকে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে যদি মুক্ত করতে হয়, তা হলে বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে বিপ্লবের আঘাতে উচ্ছেদ করাই হচ্ছে তার একমাত্র পথ।

নির্বাচনসর্বস্ব রাজনীতি নয়
বিপ্লবী আন্দোলনই মুক্তির পথ

বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দিতেই নাগরিকত্ব বাতিলের ষড়যন্ত্র

এস আই আর

পশ্চিমবঙ্গে বিবেচনাধীন তালিকায় থাকা কত সংখ্যক ভোটারের নাম যোগ্য তালিকায় উঠল, কত জনই বা ডিলিটেড হলেন, এর সুনির্দিষ্ট হিসাব দিতেই হিমশিম খাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। ৬০ লক্ষ মানুষকে উদ্ভট এবং অযৌক্তিক এক 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'-র চক্করে ফেলে বিচারাধীন রেখেছে কমিশন। নির্বাচন কমিশন এখন পুরো দায়টাই চাপাচ্ছে ৭০০-র বেশি বিচারকের ওপর। এই বিচারকরা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কাজ শুরু করলেও তাঁদের কাজ করতে হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের ঠিক করে দেওয়া মাপকাঠি মেনেই। এর জেরে এস ইউ সি আই (সি)-র প্রাক্তন সাংসদ ডাক্তার তরুণ মণ্ডল, কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এবং রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান শহিদুল্লাহ মুন্সী, বীরভূমে নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত ডেপুটি ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার শেখ মহম্মদ ইরফান হাবিব এবং বেশ কিছু বিএলও সহ অসংখ্য মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাতিল করে দিয়েছে কমিশন। এঁদের যদি এই পরিস্থিতি হয়, তা হলে দরিদ্র প্রান্তিক মানুষ, আদিবাসী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষত মুসলিম সাধারণ ভোটারদের কী অবস্থা হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। ২৭ মার্চ সংসদে এক প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় আইন ও বিচারমন্ত্রক জানিয়েছে এসআইআর-এর পর পশ্চিমবঙ্গে গত ১৩ বছরের মধ্যে মহিলা ভোটারদের সংখ্যা সবচেয়ে কমে গেছে, পুরুষ ভোটারের সাথে মহিলাদের অনুপাতও এখন সর্বনিম্ন। অথচ, বিএলওরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম ভরানোর সময় বলা হয়েছিল ২০০২-তে যাদের নাম বা বাবা, মা, সহ রক্তের সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের নাম ভোটার তালিকায় ছিল তাদের কোনও নথি লাগবে না। কিন্তু সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এক 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র চক্করে ১ কোটির বেশি মানুষ ডাক পেলেন শুনানিতে। এর পর হল ৬০ লক্ষ ভোটারের 'অ্যাডজুডিকেশন' এবং অবশেষে এখন চলছে কোনও কারণ না দেখিয়েই যথেচ্ছ নাম বাদ ও অনিশ্চয়তার পর্ব।

রাজ্যে প্রথম দফা ভোটের জন্য মনোনয়নের শেষ দিন ৬ এপ্রিল, দ্বিতীয় দফায় ৯ এপ্রিল। যে গতিতে তালিকার কাজ চলছে তাতে বোঝা যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটারকে বাদ রেখেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন করাতে চাইছে কমিশন এবং বিজেপি।

নির্বাচন কমিশন কি সত্যিই ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য এই কাজ করেছে? তা যদি হত তা হলে নিজেদের ঘোষিত নীতি ভেঙে তারা ২০০২-এর তালিকার সাথে সংযুক্ত বা 'ম্যাপড' ভোটারদেরও বিচারাধীন তালিকায় ঠেলে দিত না। শুনানিতে সমস্ত নথি দেখানোর পরেও লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ তো বটেই এমনকি প্রাক্তন সাংসদ, বিচারপতি, কমিশনেরই নিযুক্ত সরকারি গেজেটেড অফিসারদেরও তালিকা থেকে ছাঁটাই করত না। প্রধানত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের নাম বাতিলই তাদের লক্ষ্য হলেও এর সাথে মতুয়া, আদিবাসী, প্রান্তিক জনজাতি ও মহিলাদের নাম বাদ গেছে বিপুল সংখ্যায়। বিজেপির এক নেতা বলেই ফেলেছেন, মুসলিম জনগোষ্ঠীকে নির্বিচারে 'অনুপ্রবেশকারী' বলে চিহ্নিত করার চেষ্টার 'কো-ল্যাটারাল ড্যামেজ'। দেখে মনে হয় নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় শাসকদল বিজেপির নির্বাচনী দপ্তর হিসাবেই কাজ করে চলেছে। বিজেপি নেতারা যে ঘোষিত উদ্দেশ্য তুলে ধরছেন, দেখা যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন সেই রাস্তাতেই এগোচ্ছে। এমনকি যে সংখ্যায় ভোটার বাদ দেওয়ার কথা বিজেপির হয়ে বিরোধী দলনেতা ঘোষণা করেছিলেন, দেখা গেল মোটামুটি তার কাছাকাছি সংখ্যাই কমিশন বজায় রেখেছে।

লক্ষ্যটা স্পষ্ট। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্টমন্ত্রী অমিত শাহ বিহারে এসআইআর নিয়ে সংসদে বলেছিলেন এর লক্ষ্য হচ্ছে তিনটি 'ডি', 'ডিটেক্ট' (খুঁজে বার করা), 'ডিলিট' (বাদ দেওয়া) এবং 'ডিপোর্ট' (দেশ থেকে বহিষ্কার)। পশ্চিমবঙ্গে বিচারাধীন ভোটারদের মধ্যে যারা বাদ যাচ্ছে তাদের যে ভাবে ট্রাইবুনালের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে তাতে আসামের মতো এই রাজ্যেও ডি-ভোটার বা সন্দেহজনক ভোটার হিসাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ডিটেনশন ক্যাম্পে ঠেলে দেওয়ার হীন পরিকল্পনা নিয়েই তারা এগোচ্ছে। তা হলে বিজেপি এবং তার বকলমে চলা নির্বাচন কমিশন বলুক— বাদ যাওয়া এই সমস্ত ভোটারই রোহিঙ্গা অথবা অনুপ্রবেশকারী! আসামে যে ভাবে এনআরসি করে শত শত মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে দেওয়া হয়েছে, বহু বছর ডিটেনশন ক্যাম্পে থেকে নরক যন্ত্রণা সয়ে নাগরিক হিসাবে নিজেদের প্রমাণ করছেন বহু মানুষ। বাংলাতেও তাই করার দিকে এগোতে চাইছে বিজেপি! উল্লেখ্য, আসামে এনআরসি হয়েছে প্রায় ১৫-১৬ বছর ধরে। তাতেও নির্ভুল তালিকা হয়নি। আর পশ্চিমবঙ্গে করা হচ্ছে মাত্র চার-পাঁচ মাসে। ফলে কী ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হতে যাচ্ছে তার নমুনা এখনই দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে নাগরিকত্ব হারানোর আতঙ্কে শতাধিক মানুষ আত্মহত্যা করেছেন বা অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন। তার মধ্যে সরকারি অধিকারিক থেকে বিএলও পর্যন্ত আছেন।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির নির্বাচনী প্রচারের মূল হাতিয়ার হল অনুপ্রবেশ নিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মিথ্যা প্রচার এবং মুসলিম বিদ্বেষ ছড়ানো। কারণ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের অপশাসনের বিরুদ্ধে এমন একটি কথাও বিজেপি বলতে পারবে না যেগুলি তাদের শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার অথবা তাদের পরিচালিত ১৫টি রাজ্য সরকারের শাসনের সঙ্গে মেলে না। দুর্নীতি, বেকারি, নারী নির্যাতন, দলবাজি, কালোবাজারি, স্বজনপোষণ, প্রশাসনকে দলদাসে পরিণত করা, একচেটিয়া মালিকদের সেবাদাস হিসাবে জনবিরোধী নীতি নিয়ে চলা— বিজেপি এর কোনও একটি বিষয়ে তৃণমূলের থেকে আলাদা কিছু তো নয়ই বরং অনেক বেশি।

চারের পাতায় দেখুন

এস ইউ সি আই (সি)-র আহ্বান ঃ রাজ্যে ২৩০টি কেন্দ্রে সংগ্রামী বামপন্থী প্রার্থীদের জয়ী করুন

জোড়াসাঁকো কেন্দ্রে প্রার্থীর জনসংযোগ

মেদিনীপুর শহরে প্রার্থী সহ প্রচার মিছিল

পথে পথে প্রচার। ময়না, পূর্ব মেদিনীপুর

হলদিয়ায় প্রচার

পূর্ব মেদিনীপুরের প্রার্থীরা সাংবাদিক সম্মেলনে

নারায়ণগড়ে প্রচার মিছিল

পাঁশকুড়া পশ্চিমে রোড শো

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

এসইউসিআই (সি) প্রার্থীদের জয়ী করুন

ভোটের প্রচার, গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর

যাদবপুরে দেওয়াল লিখনে কর্মীরা

পূর্ব পাঁশকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর

মালদা হরিশচন্দ্রপুরে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখন

এসআইআর ঃ বিজেপিকে সুবিধা দিতেই

তিনের পাতার পর

প্রসঙ্গত, মাত্র কিছুদিন আগে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের কমিটি থেকে প্রধান বিচারপতিকে বাদ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর মনোনীত এক মন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতার কমিটিতে সরকারের পছন্দই চূড়ান্ত। বিজেপি চাইছে কর্মসংস্থান, মূল্যবৃদ্ধির সমস্যার মতো মূল বিষয়গুলি ভুলে মানুষ ব্যস্ত থাকুক নাগরিকত্ব বাঁচাতে। সরকারের সব অপদার্থতার দায় এখন চাপিয়ে দিচ্ছে কল্পিত 'অনুপ্রবেশকারী'দের ঘাড়ে। নির্বাচন কমিশন বিজেপির এই অ্যাজেন্ডা পূরণে কতটা ব্যস্ত। এই দায়িত্ব পালন করতে কমিশন মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, মালদার মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাগুলিতে যা করেছে তা ষড়যন্ত্রটাকে একেবারে নগ্ন করে দিয়েছে। মুর্শিদাবাদের সমশেরগঞ্জের ১৩২ পার্টে বিচারাধীনদের মধ্যে ১০১ জন গৃহীত, বাতিল ৩৮০। পার্ট নম্বর ১৫২-তে গৃহীত ০, বাতিল ৪৯১। পার্ট নম্বর ১৫৮-তে গৃহীত ০, বাতিল ৬৯৮! এই রকম অসংখ্য উদাহরণ আছে বহু বিধানসভা কেন্দ্রে। এদের বেশিরভাগই ওই এলাকার বহুকালের বাসীন্দা। কেউ কেউ হয়ত নদী ভাঙন বা অন্য কারণে জায়গা পাল্টেছেন। এই এলাকাতেও বাতিল ভোটারদের বড় অংশ মহিলা। তাঁরা বাতিল হয়েছেন মূলত নামের বানানের তারতম্যের অজুহাতে।

নির্বাচন কমিশন কেমন 'স্বচ্ছ বিচার' করতে সক্ষম তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের নিজেদের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা দেখলে। প্রতিবার অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশিত হয়েছে মধ্য রাতে। নাম বাদ দেওয়ার কারণও জানানো হয়নি। কতজন বাদ, কতজন গৃহীত, তার সংখ্যা নির্দিষ্টভাবে তা জানাতেই পারেনি নির্বাচন কমিশন। এমনকি বিচারকদের 'ই-সই' না হওয়ার জন্য ৫ লক্ষ মানুষের নাম নিয়ে সিদ্ধান্ত ঝুলে আছে। যারা এই কাজটুকুও সুষ্ঠুভাবে করতে অক্ষম, সেই নির্বাচন কমিশনের কর্তাদের ওপরই কিনা বর্তেছে দেশের কোটি কোটি ভোটারের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার প্রশ্ন! ফলে এসআইআরে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরি ও সমস্ত বৈধ ভোটারের নাম তালিকায় রাখার বিষয়টাই এখন গৌণ হয়ে গেছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিজেও আর এই কথাটা বলছেন না। তাঁর প্রতিনিধি রাজ্যের নির্বাচন দপ্তরের সিইও ডাক্তার তরুণ মণ্ডলের মতো প্রাক্তন সাংসদের নাম বাদের কথা শুনে ভাবলেশহীন মুখে 'অ্যাপেলেট ট্রাইবুনালে যান' ছাড়া কিছু বলতে পারেননি। কারণ বৈধ ভোটারদের হয়রানি করার জন্য বিজেপির নির্দেশ পালনে তাঁরা বাধ্য। স্বচ্ছ তালিকা চাইলে তাঁরা ইন্টারনেট নির্ভর ব্যবস্থা আর হাতে গোনা ক'টি নথির ভরসা ছেড়ে জোর দিতেন ফিল্ড সার্ভের ওপর। বাস্তব এবং নিরপেক্ষ সমীক্ষা ও তদন্তের মাধ্যমে যাচাই করে ভোটারদের নাম তাঁরা সহজেই তালিকাভুক্ত করতে পারতেন। সে ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটাকে অযথা জটিল করে তেলার পথে কমিশন যেত না।

এ দিকে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস বিষয়টিকে দেখছে তাদের রাজনৈতিক সুবিধার দৃষ্টি থেকে। তারা বলছে আমরা ভোটে জিতলে বাদ যাওয়া ভোটারদের নাম তালিকায় তুলে দেব। লক্ষ লক্ষ মানুষের উদ্বেগ, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার চলে যাওয়া, নাগরিকত্ব হারানোর আশঙ্কা তৃণমূল সরকারের কাছে পড়ে পাওয়া সুযোগ। এই চক্করে আটকে থেকে মানুষ সরকারের অপশাসনের কথা তুলতে সময়ই পাবে না। ফলে তারাও বিজেপির মতোই চেয়েছে বিষয়টা জটিল হোক, মানুষের অসহায়তা বাড়ুক তাহলে তারা উদ্ধারকর্তা সাজতে পারবে।

এস ইউ সি আই (সি) প্রথম থেকে দাবি করেছে, ভোটার তালিকা সংশোধনে ইন্টারনেট নয়, জোর দিতে হবে ফিল্ড সার্ভের ওপর। পর্যাপ্ত সময় নিয়ে এবং ভোটারদের বক্তব্য জানানোর যথাযথ সুযোগ দিয়ে তালিকা সংশোধন করতে হবে। ২০২৫-এর ভোটার তালিকাকেই ভিত্তি ধরে মৃত, স্থানান্তরিত, ডুপ্লিকেট ভোটারদের বাদ দিয়ে ও নতুন ভোটারদের যুক্ত করে ভোট করতে হবে। দলের পক্ষ থেকে একাধিকবার কমিশনের সিইও-র সাথে দেখা করে দাবি তোলা হয়েছে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের মতো এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ কমিশন করতে পারে না। সুপ্রিম কোর্টেও নির্বাচন কমিশন বলেছিল তারা নাগরিকত্ব যাচাই করছে না, নাগরিকদের নাম নথিভুক্ত করছে মাত্র। অথচ পশ্চিমবঙ্গে অ্যাডজুডিকেশনের পরিণতিতে ট্রাইবুনালের দিকে ভোটারদের ঠেলার মধ্য দিয়ে তারা ঠিক এই কাজটিই করতে চলেছে। বিজেপি সরকারের অভিসন্ধি হল এনআরসি চালু করে কোটি কোটি মানুষের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাদের চাপে রাখা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বানানো। এসআইআরকে শেষ পর্যন্ত সেই দিকেই তারা নিয়ে যাবে এই আশঙ্কা এস ইউ সি আই (সি) প্রথম থেকেই জানিয়েছে। বিজেপি নিজেদের ভোট রাজনীতির স্বার্থে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে শুধু অনিশ্চয়তায় ঠেলে দিল তাই নয়, মানুষে মানুষে বিভেদ, শত্রুতা, ঘৃণার যে বাতাবরণ তারা এর মধ্য তৈরি করছে তার সর্বনাশা আগুনের আঁচ রাজ্যের প্রতিটি পরিবারে অশান্তি ডেকে আনবে।

বিজেপির এই পরিকল্পনা ধরা পড়ে গেছে তাদের নেতা অমিত শাহের মিথ্যাচারে। ২৮ মার্চ কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'অনুপ্রবেশকারীরা কি বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে?' সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, এ রাজ্যে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা কত? উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি কিছু জানি না। যা জানে নির্বাচন কমিশন, ওরাই ঘোষণা করবে। আমার কাছে কোনও তথ্য নেই' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯.০৩.২৬)। যে অনুপ্রবেশকারীদের ব্যাপারে কোনও তথ্য তাঁর কাছে নেই, তিনি কি তাদের ছায়ার সাথে লড়ছেন?

এই হীন চক্রান্ত রুখতে না পারলে খেটে খাওয়া মানুষের সমূহ সর্বনাশ। এর বিরুদ্ধে চাই আন্দোলনের জোয়ার। শুধু ভোটে হারালেই এই সর্বনাশা রাজনীতি মুছে যাবে না। গণআন্দোলনের ধাক্কায় এই বিষ গাছকে উপড়ে ফেলতে হলে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সব দিক থেকে এর মোকাবিলা করার মতো আন্দোলনের শক্তিকে তুলে ধরতে হবে।

এ রাজ্যে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা কত? অমিত শাহ বলেন, 'আমি কিছু জানি না। যা জানে নির্বাচন কমিশন। আমার কাছে কোনও তথ্য নেই'। যে অনুপ্রবেশকারীদের ব্যাপারে কোনও তথ্য তাঁর কাছে নেই, তিনি কি তাদের ছায়ার সাথে লড়ছেন?

তৃণমূল কংগ্রেসের ‘সোনার বাংলা’

■ চা শ্রমিকরা রয়েছেন সেই তিমিরে

২০১৫ সালে চা বাগান শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি চালু করার জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। তারপর থেকে এক দশক অতিক্রান্ত। রাজ্যের লক্ষাধিক চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করতে পারেনি সরকার। ২০২১ সালে আলিপুরদুয়ারে সরকারের মিনিমাম ওয়েজ অ্যাডভাইজারি কমিটি শেষ বৈঠকে বসেছিল। সেখানে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি নির্ধারিত হয়েছিল ৬৬০ টাকা। সেই মজুরি এখনও চালু হয়নি।

এখন দৈনিক মজুরি মাত্র ২৫০ টাকা, সেই টুকুও সব শ্রমিক পায় না। চা-বাগানে স্থায়ী শ্রমিক কথাটাই আজ প্রায় নেই। পিএফ, ইএসআই, স্বাস্থ্য পরিষেবা সবই অনিশ্চিত। মালিকরা চা বাগান চালানোর বদলে ফড়েদের মাধ্যমে চা চাষিদের কাছ থেকে পাতা কিনে তা ফ্যাক্টরিতে প্রসেসিংয়ের দিকেই ঝুঁকছে। চাষিরা কাঁচা পাতা বিক্রি করার সময় ফড়েরা তার দাম প্রতিদিন কমায়। বহু ক্ষেত্রে চাষিদের চা পাতা তোলার খরচও এই দামে ওঠে না।

■ কৃষকের আয়ে রাজ্য পিছিয়ে

পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজীবী পরিবারগুলির গড় মাসিক আয় ১১ হাজার ৪৫৬ টাকা। এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে ২৪তম স্থানে রয়েছে। (তথ্য ঃ নাবার্ড সমীক্ষা)

■ নাবালিকা বিয়েতে এগিয়ে বাংলা

পাঁচ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের আগে ছিল বিহার। এখন পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে। রাজ্যে গত দু-তিন বছরে ৪১.৬ শতাংশ নাবালিকার বিয়ে হয়েছে। বিহারে তা ৪০.৮ শতাংশ।

■ বেড়েছে মাতৃত্বকালীন মৃত্যু

মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার রাজ্যে গত দেড় দশকে বেড়েছে। পুষ্টির অভাব, অল্প বয়সে বিয়ে, রক্তাল্পতা এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে সরকারি অবহেলা প্রভৃতি প্রসূতি মৃত্যুর কারণ। ১৫-৪৯ বছর বয়সী মহিলাদের রক্তাল্পতা বেড়ে চলেছে ভয়ঙ্কর হারে। ৭১.৪ শতাংশে পৌঁছেছে ২০২৩ সালে। (রিসার্চ গেট, ফেব্রুয়ারি ২০২৫)

■ মদ বিক্রি বেড়েছে ৮৩২ শতাংশ

২০১১-য় মদ বিক্রি করে বামফ্রন্ট সরকারের আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৪১৮ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। গত দেড় দশকে রাজ্যে মদ বিক্রির পরিমাণ পৌঁছেছে ২২ হাজার ৫৫০ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকায়। বৃদ্ধি ৮৩২.২৩ শতাংশ।

■ স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু খরচে রাজ্য ২৬তম

স্বাস্থ্যখাতে জাতীয় স্তরে মাথাপিছু সরকারের খরচ ৩১৬৯ টাকা। পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু ২৪৫৪ টাকা খরচ করছে সরকার। দেশের ৩১টি রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ২৬তম।

■ স্বাস্থ্য পরিষেবা, নাকি লাভজনক ব্যবসা

একদিকে ঝাঁ চকচকে ‘সুপার স্পেশালিটি’ হাসপাতালের বিল্ডিং, অন্য দিকে ‘স্বাস্থ্যসাথী’ কার্ডে কত লোকের চিকিৎসা হল তার হিসাব। অথচ, এই সমস্ত তথাকথিত সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে কোনও একজন স্পেশালিস্ট দূরের কথা, বেশিরভাগ পোস্টে ডাক্তারই নেই। নেই নার্স, টেকিনিশিয়ান বা অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী। স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে আছে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অধিকাংশটাই। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ভেজাল ওষুধ, নিম্নমানের ওষুধের সমস্যা। ভেজাল স্যালাইনে একাধিক প্রসূতির মৃত্যু ঘটেছে। ভেজাল ওষুধের কারবারিরা অন্য রাজ্যে কালো তালিকায় থাকলেও এই রাজ্যে বিপুল সরকারি অর্ডার পেয়ে গেছে।

আর জি কর হাসপাতালে অভয়ার খুন-ধর্ষণের ঘটনার পর জানা গেছে মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যকে বাজি রেখে মৃতদেহ পাচার, অঙ্গ পাচার, বিষাক্ত ওষুধের কারবার, নিম্নমানের যন্ত্রপাতি থেকে সমস্ত চিকিৎসা সরঞ্জাম নিয়ে জালিয়াতির এক ভয়ঙ্কর চক্রের কথা।

রাজ্যে ৯৯ শতাংশ প্রসব হাসপাতালে হওয়া এবং প্রসূতি মায়ের মৃত্যুর হার কমার কৃতিত্বের সিংহভাগ দাবিদার রাজ্যের আশাকর্মী, পৌরস্বাস্থ্যকর্মীদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতিটুকু দিতেও সরকার নারাজ।

■ ২০২৬ সালে মাথাপিছু ধার ৭৩, ৪৯২ টাকা

তৃণমূল আসার আগে রাজ্যের মোট ঋণ ছিল ১ লক্ষ ৯২ হাজার ৯১৯.৯ কোটি টাকা। এখন রাজ্যের ধার পৌঁছেছে ৭,৭১,৬৭০ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা (২০২৫-২৬অর্থবর্ষ)। অর্থাৎ মাথাপিছু ধার ৭৩ হাজার ৪৯২ টাকা।

■ আশাকর্মীদের বেতন নামমাত্র

আশাকর্মীদের বেশ কিছু দাবি আদায় হলেও বহু দাবি অপূরিত। মাতৃত্বকালীন ছুটি, ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা ভাতা, ভাতা নিয়মিত দেওয়া সহ বিভিন্ন দাবিতে লাগাতার কর্মবিরতি চালিয়েছেন আশাকর্মীরা। মাত্র ১ হাজার টাকা ভাতাবৃদ্ধি, মাতৃত্বকালীন ছুটি গ্রাহ্য হলেও গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা টিকিয়ে রাখার কারিগর আশাকর্মীরা বঞ্চিতই রয়েছেন।

■ শিল্প বন্ধ

রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে ২০২৪-২৫-এ পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ হয়েছে ১৫৪৮টি ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প, কাজ গেছে ৮৮৫৬ জনের। (সূত্রঃ দ্য ওয়্যার ১৯.০৩.২০২৫)

সারা দেশে বিজেপির ‘রাম রাজত্ব’

■ প্রতিটি নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতির চমক, নির্বাচন শেষে মুখে কুলুপ

২০১৪ সালে নির্বাচনের আগে বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণে কালো টাকা উদ্ধার এবং প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা ও বছরে দুই কোটি বেকারের চাকরি দেওয়ার মোদিজির চমকপ্রদ প্রতিশ্রুতি। নির্বাচনের পরে এ নিয়ে মুখে আর কোনও কথা নেই।
২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে কৃষকের আয় ২০২২ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতির কথা তিনি আর উচ্চারণ করেননি।

■ সবচেয়ে বেশি অনুদান প্রাপক ধনকুবেররা

অনুদানের জন্যই রাজকোষ ঘাটতি, বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী গত বাজেটে বলেছেন রাজ্যগুলো সব মিলিয়ে ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকার অনুদান দেয়। কেন্দ্রীয় নানা ওয়েলফেয়ার স্কিম ধরে তা মোট ৭ লক্ষ কোটি টাকার কাছে। কিন্তু দেশে সবচেয়ে বেশি অনুদান প্রাপক কারা? কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার বৃহৎ পুঁজি মালিকদের কর্পোরেট কর কমাচ্ছে প্রতি বছর। এর পরেও গত বছর ৪ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি কর্পোরেট কর সরকার মকুব করেছে।

এসইজেড, আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেনের জন্য (আইএফএসসি) কোম্পানিদের ১০০ শতাংশ পর্যন্ত কর ছাড় দিয়েছে। গত ৫ বছরে ৬ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকার ঋণ ব্যাঙ্কের খাতা থেকে ‘রাইট অফ’ করে মুছে দিয়েছে। এর বেশিরভাগটাই নিয়েছিল দেশের ধনকুবেররা। একেবারে বিনা পয়সায় বা এক টাকায় হাজার হাজার একর জমি, বিদ্যুৎ, জল, কয়লা, খনিজ সম্পদ সরকার কর্পোরেট পুঁজিমালিকদের হাতে তুলে দিচ্ছে। বোঝা যায় বিজেপি সরকার ওদেরই

■ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফা আকাশছোঁয়া

টাটাদের মুনাফা গত অর্থ বছরে ১ লক্ষ ১৩ হাজার কোটি, আম্বানিদের ৮১ হাজার ৩০৯ কোটি, আদানিদের ৪০ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকা। অন্যদিকে দেশের সাধারণ মানুষের আয় কোথায় দাঁড়িয়ে?

■ বিপুল সংখ্যক সরকারি পদ খালি

কেন্দ্রীয় সরকারের মোট পদের ২৫ শতাংশই খালি। এর পরিমাণ ৯ লক্ষ ৭০ হাজার। রেলে প্রায় ৩ লক্ষ পদ বিলোপের পরেও আরও ২ লক্ষ ৬০ হাজার পদ খালি।

■ গরিবের আয় কমছে

পারিবারিক আয়ের সরকারি সমীক্ষা দেখাচ্ছে ২০২৩-২৪-এ দেশের ১০ শতাংশ বা প্রায় ১৪ কোটির বেশি মানুষের মাথাপিছু আয় মাসে মাত্র ৮৪৯ টাকা। আর সর্বোচ্চ আয়ের ১০ শতাংশের গড় হল মাথাপিছু মাসে ২০,৫৯৯ টাকা (সিএমআইই তথ্য, পিপলস আর্কাইভ ফর রুরাল ইন্ডিয়ার সংগৃহীত)। মনে রাখা দরকার এই গড় আয়ের মধ্যে মুকেশ আম্বানির ঘণ্টায় ৯০ কোটি টাকা আয়, সরকারি উচ্চপদস্থ অফিসার মন্ত্রী সাংসদদের বিপুল বেতনের সাথে একই সাথে ধরা আছে খেটে খাওয়া মানুষের রোজগারও!

■ অপুষ্টিতে শিশুরা

ভারত চরম অপুষ্টিতে ভোগা, খর্বকায় ও অত্যন্ত কম ওজনের শিশুর সংখ্যায় বিশ্বে সর্বোচ্চ স্থান পেয়েছে (প্রায় ৫ কোটি)। অপুষ্ট শিশুর সংখ্যাতেও ভারত বিশ্বে সর্বোচ্চ (২ কোটি ১০ লক্ষ)। রাম রাজত্বে ধনী-গরিবের এই বৈষম্য ঢাকবে কীসে?

■ মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে নারী সুরক্ষার নমুনা!

২০২৪ সালের ৩ জুলাই মধ্য প্রদেশ বিধানসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে বিজেপি সরকার জানায়— ২০২১ থেকে ২০২৪, এই তিন বছরে ওই রাজ্যে ২৮ হাজার ৮৫৭ জন মহিলা ও ২৯৪৪ জন নাবালিকা নিখোঁজ হয়েছে। অর্থাৎ তিন বছরে মোট নিখোঁজের সংখ্যা ৩১ হাজার ৮০১ জন। গড়ে প্রতি দিন নিখোঁজ ৩১ জন। (সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১)

■ ধর্ষকদের সুরক্ষার বন্দোবস্ত

১) উত্তর প্রদেশের হাথরসে দলিত কিশোরী গণধর্ষিতা মৃত্যুর আগে জবানবন্দিতে অপরাধীর নাম বলা সত্ত্বেও ক্রিমিনালরা বিজেপির দ্বারা সুরক্ষিত।

২) বিজেপির এমএলএ কুলদীপ সেঙ্গার তার দলবল নিয়ে একটি দরিদ্র মেয়েকে চাকরি দেওয়ার নাম করে একাধিকবার ধর্ষণ করে। মেয়েটির বাবা পুলিশে অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ মিথ্যা অভিযোগে তার বাবাকেই আটক করে। বিজেপি অভিযুক্ত এমএলএ-র পক্ষ নিয়ে মিছিল করে।

৩) জম্মুতে যাযাবর জাতির এক শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও খুনে যারা অভিযুক্ত, তাদের পক্ষ নিয়ে দলবল সহ মিছিল করেছে বিজেপির জম্মুর এমএলএ ও ওই রাজ্যের মন্ত্রী।

৪) বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্বামী চিন্ময়ানন্দের বিরুদ্ধে এক কলেজ ছাত্রী ধর্ষণের অভিযোগ করলে, তার উপর চাপ দেওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়। অবশেষে মেয়েটি অভিযোগ তুলে নিতে বাধ্য হয়।

৫) বিজেপির এমপি ও ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং মহিলা কুস্তিগীরদের নিগ্রহ করতেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় মহিলা কুস্তিগীর ভিনেশ ফোগাত, সাক্ষী মালিকরা প্রতিবাদ জানান। দেশের বিবেক আলোড়িত হলেও দেশের প্রধানমন্ত্রী সহ কোনও বিজেপি নেতা টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত করেননি। বিজেপির সৌজন্যে ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং সুরক্ষিতই রয়েছেন।

৬) গুজরাটে বিলকিস বানোকে ধর্ষণের মামলায় ১১ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কারসাজিতে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করা হয় সেই ধর্ষকদের ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে বিজেপির লোকেরা।

গ্যাসের দাম বৃদ্ধি ও এসআইআর-এ বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। কলকাতার তালতলা বাজারে বক্তব্য রাখছেন চৌরঙ্গী কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড প্রবীর শীল

কেন এস ইউ সি আই (সি)-কেই ভোট দেবেন

একের পাতার পর

বললেও বাস্তবে মালিক শ্রেণির প্রতিনিধি। কারা সারা বছর জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে রাস্তায় থাকে। কারা সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরোধিতা করে, দাবি আদায়ের জন্য লড়াই করে। এই বিচারটি ঠিক মতো না হলে পুঁজিপতিদের পরিচালিত মিডিয়ার তৈরি করে দেওয়া দুই পক্ষের ছদ্ম লড়াইয়ের মধ্যেই ঘুরপাক খেতে হবে। মালিক শ্রেণির স্বার্থে কাজ করা কোনও একটি দলের জনস্বার্থ বিরোধী ভূমিকায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওই শ্রেণিরই স্বার্থবাহী আর একটি দলকে ক্ষমতায় বসানোর পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকবে।

এ রাজ্যে এক সময় পুঁজিপতি শ্রেণির অতি বিশ্বস্ত দল কংগ্রেসের অপশাসনে অতিষ্ঠ মানুষ মুক্তির আশায় সিপিএম ফ্রন্টকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু সিপিএম মুখে বামপন্থার কথা বললেও, দলটি সত্যিই বামপন্থী কি না, জনগণের স্বার্থরক্ষার দল কি না, তাকে সমর্থন করলে সত্যিই মুক্তি আসবে কি না, সে দিন এই প্রশ্নগুলি মানুষ যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেনি। তারা সিপিএমের বামপন্থী স্লোগান, মুখে মার্ক্সবাদের কথা, লাল পতাকা ইত্যাদি দেখে তাকে একটি যথার্থ বামপন্থী দল হিসাবে ভেবে নিয়েছিল। ধরতে পারেনি এই দলটি নিজের সোসাল ডেমোক্রেটিক চরিত্রের জন্য, শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আপসকামী শক্তি হিসাবেই কাজ করবে।

শাসকের বদল হয়
দুঃশাসনের বদল হয় না কেন

স্বাভাবিক ভাবেই সরকারে বসে সিপিএম সরকার একের পর এক জনবিরোধী নীতি নিতে থাকল। বাস-ট্রামের ভাড়া বাড়াতে থাকল, জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকল। সবচেয়ে বড় আঘাতটি এল শিক্ষার উপর। প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি এবং পাশফেল প্রথা তুলে দিল। দীর্ঘ ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ বাংলা মাধ্যম স্কুল ব্যবস্থাটি ভেঙে পড়তে থাকল। ব্যয়বহুল বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে রাজ্য ভরে গেল। এতে সবচেয়ে ক্ষতির মুখোমুখি হল রাজ্যের সাধারণ মানুষ। সব শেষে তারা নিয়ে এল কৃষক স্বার্থ বিরোধী জমিনীতি। গায়ের জোরে কৃষকের বহুফসলি জমি কেড়ে নিয়ে পুঁজি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করল। এতে প্রমাদ গুনল রাজ্যের কৃষক সমাজ। স্বাভাবিক ভাবেই সিপিএম সরকারের জনবিরোধী চরিত্রটা রাজ্যের মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। সিঙ্গুরের চার-ফসলী কৃষিজমি টাটার হাতে তুলে দেওয়ার সরকারি অপচেষ্টা এবং নন্দীগ্রামে জমি রক্ষার আন্দোলন দমনে পুলিশ ও ভাড়াটে গুন্ডাদের কাজে লাগিয়ে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের ফ্যাসিস্ট সুলভ আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে সরকারবিরোধী আন্দোলনের ঢেউ উঠল। এই আন্দোলনে সক্রিয় নেতৃত্বকারী ভূমিকা নিয়েছিল এসইউসিআই(সি)। আন্দোলন সংগঠিত করেছিল তৃণমূল কংগ্রেসও। এই আন্দোলন থেকেই সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের বিকল্প হিসাবে মানুষের ভাবনায় এসে যায় তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। মানুষ তখন এই দলটির পেটিবুর্জোয়া চরিত্র খতিয়ে দেখেনি। শুধু 'কে সিপিএমকে হারাতে পারবে'— সেটুকু বিচার করেই তৃণমূল কংগ্রেসকে সরকারে বসিয়েছিল।

স্বাভাবিক ভাবেই সরকারে বসে দলটির পেটিবুর্জোয়া চরিত্রের কারণে তৃণমূল কংগ্রেস মানুষকে সিপিএমের অপশাসনের হাত থেকে রক্ষা করার অজস্র প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা পালন করল না এবং সিপিএমের দেখানো পথে হেঁটেই দুর্নীতির গভীর পাঁকে গিয়ে ডুবল। কেন এমন হল, গভীরে গিয়ে দলটির শ্রেণি চরিত্র বিচার না করেই মানুষ আবার এখন খোঁজ করতে শুরু করেছে, কে তৃণমূলকে হারাতে পারবে। কিন্তু এমন করেই যদি রাজনীতির ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, নীতি-দুর্নীতি, শোষক শ্রেণি-শোষিত শ্রেণির বাছ-বিচার না করে মানুষ বার বার শুধু অন্ধের মতো পথ হাতড়াতে থাকে, তবে সরকারে পরিবর্তন এলেও কয়েক বছরের মধ্যেই আবার খোঁজ করতে হবে— এই বদলানো শাসক দলকে আবার কে বদলাতে পারবে।

দল বিচারের মাপকাঠি

অথচ বিচারটা তো হওয়া উচিত এই ভাবে যে, কোন দলটি যথার্থই সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষাকারী দল। কোন দল শাসকের ভূমিকায় গিয়ে সাধারণ মানুষের উপর একের পর এক আক্রমণ নামিয়ে আনছে, আর কোন দল সেগুলির বিরোধিতা করতে গিয়ে লড়াই গড়ে তুলছে, রক্ত ঝরাচ্ছে। দেশের শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষ, শোষিত মানুষের স্বার্থরক্ষাই হওয়া উচিত দল বিচারের যথার্থ মাপকাঠি। এই মাপকাঠিতে বিচার করলেই ধরা পড়বে যে, এই সব দলগুলি, তাদের পতাকার রঙ যা-ই হোক, তাদের স্লোগান যা-ই হোক, যত লম্বা-চওড়া প্রতিশ্রুতিই তারা দিক, আসলে তারা মালিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী দল। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ছাড়া বাকি দলগুলির প্রায় সবাই সরকারে গিয়ে শাসক শ্রেণির সেবক হিসাবে পরীক্ষিত। তাদের নীতি কী, জনগণের জন্য ভূমিকা কী, কারও অজানা নয়। মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতা, এই দলগুলি প্রতিটিই হয় কেন্দ্রে কিংবা রাজ্যে রাজ্যে সরকারে বসে যে নীতি নিয়ে চলে তা সবই শেষ পর্যন্ত জনস্বার্থের বিরুদ্ধে যায় এবং পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে।

দক্ষিণ, বাম কিংবা মাঝামাঝি যে পন্থার কথাই মুখে বলুক, এই সব দলগুলির নীতি যে শেষ পর্যন্ত একই, অর্থাৎ ক্ষমতাসীন শোষক পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করা, তা এদের কর্মকাণ্ড দিয়ে যেমন বোঝা যায় তেমনই নেতাদের অনবরত দল বদল থেকেও তা স্পষ্ট। এই দলগুলির নেতাদের এক দল থেকে আর এক দলে যেতে তাই নীতিগত কোনও অসুবিধা হয় না। তা ছাড়া সদ্য আর জি কর আন্দোলন দেখিয়ে দিয়েছে, জনগণের দাবির সামনে, নানা রঙের শাসক দলগুলি, রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তম্ভগুলি কী ভাবে এক হয়ে যায়। মানুষ দেখল, রাজ্যের তৃণমূল সরকার, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার, শীর্ষ আদালত, কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা একটি খুন-ধর্ষণের তদন্ত এবং শাস্তির দাবিতে দেশ জুড়ে ওঠা বিক্ষোভের উত্তাল ঢেউয়ের সামনে কী চমৎকার ভাবে শ্রেণিস্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল! জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত এই আন্দোলনকে সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে রঙ নির্বিশেষে শাসক দলগুলি কী ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রাজ্যের মানুষ তার প্রত্যক্ষদর্শী। একমাত্র এস ইউ সি আই (সি) এই আন্দোলনকে সমস্ত দিক থেকে ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে তার সর্বশক্তি নিয়ে ছিল। রাজ্যের মানুষ তা লক্ষ করেছেন। শাসক দলগুলির একই রকম ঐক্য দেখা গেল অজস্র বঞ্চনার বিরুদ্ধে আশা ও পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের রাজ্যব্যাপী আন্দোলনে দমন-পীড়নের সাম্প্রতিক ঘটনায়। আন্দোলনে রাজ্যের পুলিশ যেমন সারা রাজ্যে আশাকর্মীদের উপর অত্যাচার নামিয়ে এনেছে, ঠিক একই রকম ভাবে সর্বত্র কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন রেল-পুলিশও তাঁদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে। এর দ্বারাই তারা প্রমাণ করেছে, দলের নামগুলি আলাদা হলেও চরিত্রে তারা একই— জনবিরোধী।

আজ যখন বিজেপি সমাজটাকে হিন্দু-মুসলমানে ভাগ করে দিতে চাইছে, ধর্মের নামে ধর্মীয় জিগিরকে ফেনিয়ে তুলছে এবং শাসক তৃণমূলও তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে, তখন একমাত্র এস ইউ সি আই (সি) নিরলস ভাবে তার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এর মারাত্মক ক্ষতির দিকগুলি তুলে ধরে, শোষিত মানুষের স্বার্থরক্ষার পথে এই মানসিকতা কী ভাবে বাধা তৈরি করছে, তা তুলে ধরে মানুষকে সচেতন করছে। ধর্মনিরপেক্ষতার চিন্তা যে শুধু একটি বিশেষ ধরনের মনোভাবই নয়, তা যে গণতন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ এস ইউ সি আই (সি) -ই তা তার সমগ্র রাজনীতি দিয়ে তুলে ধরছে।

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার, শিক্ষা স্বাস্থ্য কর্মসংস্থানের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত যে রাজনীতি, তার মধ্যে ধর্মকে টেনে এনে শাসক বিজেপি রাজনীতির এই মৌলিক পরিপ্রেক্ষিতটাকে বদলে দিচ্ছে। এস ইউ সি আই (সি) তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বিজেপির রাজনীতির এই মারাত্মক দিকটিকেই মানুষের কাছে তুলে ধরছে।

রাজনীতিতে একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য বাড়ছে

আজ অর্থনীতিতে যতই পুঁজির কেন্দ্রিকরণ ঘটছে, রাজনীতিতে যতই একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য বাড়ছে, ততই ন্যূনতম গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে দু-পায়ে মাড়িয়ে শাসকরাও স্বৈরাচারী হয়ে উঠছে এবং রাষ্ট্রও ক্রমাগত বেশি বেশি করে একচেটিয়া পুঁজির লেজুড়ে পরিণত হচ্ছে। এরই সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাষ্ট্রের কার্যক্রম থেকে সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার দিকটি বাতিলের ঝুড়িতে চলে যাচ্ছে। এই বক্তব্যও একমাত্র এস ইউ সি আই (সি) সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরছে। পুঁজির সর্বগ্রাসী আধিপত্যের বিপরীতে এস ইউ সি আই (সি) দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থকে তুলে ধরে লড়াই চালাচ্ছে।

জনজীবনের এমন কোনও ক্ষেত্র নেই যা নিয়ে এস ইউ সি আই (সি) আন্দোলন গড়ে তুলছে না। সিপিএম শাসনে ইংরেজি ও পাশফেল তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায়, তৃণমূল সরকারের সর্বনাশা শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য লড়াই চালাচ্ছে, আর জি করে চিকিৎসক ছাত্রীর ন্যায়বিচারের দাবি সহ মহিলাদের উপর অজস্র রকমের আক্রমণের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালাচ্ছে এই দল। বেকারদের কাজ, শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, আশা-পৌর স্বাস্থ্যকর্মী সহ সমস্ত স্কিম ওয়ার্কারদের ন্যায্য বেতনের দাবিতে আন্দোলন চালাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাহত্যাকারী নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে একমাত্র এই একটি দলই দেশজোড়া আন্দোলন চালাচ্ছে। শ্রমিকদের উপর মালিকী শোষণের অবাধ ছাড়পত্র দেওয়া শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে আন্দোলন চালাচ্ছে দল এবং ট্রেড ইউনিয়ন। বিজেপি-আরএসএসের সমাজে ভয়ঙ্কর বিভেদ সৃষ্টিকারী সাম্প্রদায়িক নীতির বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম চালাচ্ছে এস ইউ সি আই (সি)।

সংগ্রামী বামপন্থাই বিকল্প

তথাকথিত বৃহৎ বামপন্থী দলগুলি যখন পুঁজির এই আধিপত্যের সামনে মাথা নত করে বামপন্থার সংগ্রামী রাস্তা পরিত্যাগ করে আপসকামী সংস্কারপন্থী রাস্তা গ্রহণ করছে, একচেটিয়া পুঁজির বেঁধে দেওয়া রাস্তাতেই হেঁটে চলেছে, তখন সংগ্রামী বামপন্থার পথে অবিচল থেকে এস ইউ সি আই (সি)-ই একমাত্র সাধারণ মানুষের যথার্থ প্রতিনিধি হিসাবে সাম্যবাদের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে এগিয়ে চলেছে।

সংসদীয় সব দলগুলিই আজ তাদের রাজনীতি থেকে নীতিকে বিদায় দিয়েছে। যে কোনও উপায়ে ক্ষমতায় বসা ও তা টিকিয়ে রাখাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। সমস্ত বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া ও মেকি বামপন্থী দলগুলি যতই সরকারে গিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে শোষক শিল্পপতি-ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর স্বার্থে সরকার পরিচালনা করছে, ততই তারা নীতিহীন ও দুর্নীতিগ্রস্ত হচ্ছে। ততই তারা গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ধ্বংস করছে, নীতি-নৈতিকতা-সংস্কৃতি ধ্বংস করছে। নানা অনৈতিক সুবিধা দিয়ে একাংশের মানুষের ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত বিচারবোধকে ধ্বংস করছে। তার বিপরীতে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) এ যুগের মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উন্নত নীতি-নৈতিকতা ও বিপ্লবী বামপন্থী আদর্শের ভিত্তিতে জনস্বার্থকে একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, মনে রাখবেন, একটা জাতি খেতে না পেলেও উঠে দাঁড়ায়, না খেতে পেলেও সে লড়ে যদি মনুষ্যত্ব থাকে। সমাজে এই মনুষ্যত্ব রক্ষার লড়াইটি এস ইউ সি আই (সি) অবিরাম চালিয়ে যাচ্ছে। এস ইউ সি আই (সি) -ই একমাত্র দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করছে, এই শোষণমূলক, আধিপত্যবাদী, দুর্নীতিগ্রস্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই শেষ কথা নয়। এর বিকল্প রয়েছে। এই বিকল্প হল সমাজতন্ত্র— যেখানে জনগণই রাষ্ট্রের মালিক, রাষ্ট্রের পরিচালক, নীতিনির্ধারক। যার মধ্যেই রয়েছে জনগণের জন্য সত্যিকারের গণতন্ত্র।

তাই কেন আপনি এস ইউ সি আই (সি)-কেই ভোট দেবেন, অন্য কোনও দলকে নয়, যুক্তি দিয়ে বিচার করলে আপনি নিজেই তা ধরতে পারবেন। আপনার একটি ভোট আপনারই স্বার্থে লড়াই করা এই সংগ্রামী শক্তিকে অনেক দূর এগিয়ে দেবে।

পুরুলিয়ায় জনস্বাস্থ্য কর্মশালা

পুরুলিয়াতে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের উদ্যোগে 'সর্বনাশা স্বাস্থ্যনীতি সীমাহীন দুর্নীতি ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলন' শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ১৫ মার্চ। কর্মশালায় বর্তমানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী স্বাস্থ্যনীতি ও জনবিরোধী ওষুধ নীতি নিয়ে আলোচনা হয়।

মোদিজি কাদের তৈরি থাকতে বলছেন

একের পাতার পর

চরম পরীক্ষা। সে সময় প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর দল বিজেপি 'তৈরি থেকে' কী ভূমিকা নিয়েছিল? 'পিএম কেয়ার' ফান্ড তৈরি করে সমস্ত সরকারি কর্মচারীকে এক দিনের বেতন দিতে বাধ্য করেছে। সেই ফান্ডের কোনও হিসাব দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। আর সরকারের বদান্যতায় বড় বড় পুঁজিপতিরা সেই সময় তাদের সম্পদ কয়েক গুণ বাড়িয়ে নিয়েছে। ওষুধ কোম্পানিগুলি, ভ্যাক্সিন কোম্পানিগুলি মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটেছে। এমনকি বিজেপি সরকার ভ্যাক্সিন তৈরিতে সাহায্য দেওয়ার নামে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বিপুল টাকা পাইয়ে দিয়েছে সিরামের মালিক সাইরাস পুনেওয়ালাকে। দেখা গেছে, অতিমারির পর ভারতের কর্পোরেট সংস্থাগুলি রেকর্ড মুনাফা করেছে। ২০২০-২০২৫-এর মধ্যে ভারতীয় সংস্থাগুলির মুনাফা দেশের জিডিপি তুলনায় তিন গুণ দ্রুত হারে বেড়েছে (আবাপ-২৫ মার্চ,২০২৬)।

করোনার সময় প্রধানমন্ত্রীরই তৈরি থাকার কথা ছিল, কিন্তু তিনি তৈরি ছিলেন না। দেশের মানুষের বিপদে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। উল্টে সমস্ত রকম দুর্ভোগের বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন, এখন কি আবার সেই রকমই কোনও অভিসন্ধি রয়েছে তাঁর? প্রধানমন্ত্রীর জনগণের উদ্দেশে কোনও আহ্বান শুনলে সাধারণ মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। প্রধানমন্ত্রীর 'মিত্রোঁ' সম্বোধন শুনলে দেশের মানুষ ভয়ে সিঁটিয়ে যান, পিছনে বুঝি আবার কোন সর্বনাশ ধেয়ে আসছে!

২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ইরানের সাথে ইজরায়েল ও আমেরিকার যুদ্ধ শুরু হয়েছে। মোদিজি ইজরায়েলে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সাথে গলা জড়াজড়ি করে, ইজরায়েলকে 'ফাদারল্যান্ড' বলে সগর্বে ভারতে ফিরে আসার পরই ইরানে লাগাতার আক্রমণ শুরু করেছে ইজরায়েল ও আমেরিকা। স্বভাবতই মোদিজির কাছে এই আক্রমণের খবর না থাকাটাই অস্বাভাবিক। তিনি যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য কতটা প্রস্তুত ছিলেন? যদি সরকার প্রস্তুত থাকত তা হলে জনসাধারণকে এমন দুর্ভোগ পোহাতে হত না। রান্নার গ্যাসের সংকটে জেরবার হতে হত না। দ্বিগুণ তেল আমদানি হওয়া সত্ত্বেও আতঙ্কে ভুগতে হত না। প্রতিটি জিনিসের চড়া দাম গুনতে হত না। জনসাধারণকে তৈরি থাকতে বলার দ্বারা আসলে তিনি তাদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলে সরকারের ব্যর্থতার বোঝা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়ার বার্তাই দিলেন কি?

আর পুঁজিপতিদের প্রতি তিনি কী বার্তা দিতে চাইলেন? দেশের বড় বড় শিল্পপতিদের গায়ে যাতে যুদ্ধের কারণে বাজার সংকটের বিন্দুমাত্র আঁচ না লাগে তার জন্য তাদের অভয় দিলেন কি? পেট্রল-ডিজেলে প্রতি লিটারে ১০ টাকা অন্তঃশুল্ক কমিয়ে বড় বড় তেল কোম্পানিগুলিকে সুযোগ করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী সেটাই প্রমাণ করলেন। যদিও সাধারণ ক্রেতার জন্য এক পয়সাও কম হল না তেলের দাম। বিশ্ববাজারে যখন তেলের দাম অনেক কমে গিয়েছিল, তখনও সাধারণ মানুষের জন্য কমানো হয়নি দাম। বাস্তবে সমস্ত দুর্ভোগ সহ্য করার অর্থাৎ শ্রমিক শোষণের ঢালাও ছাড়পত্র দিয়ে পুঁজিপতিদের পাশে থাকার বার্তা দিলেন। এটাই কি তাদের বোঝাতে চাইলেন, তোমাদের লাভের পাহাড় অটুট রাখতে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা নিঃস্বার্থভাবে ত্যাগ করতে বল। দেশের সংকটের সামনে জনসাধারণের সংকট বড় নয় তা ভাবতে শেখাও। যুদ্ধের অজুহাত দিয়ে মালিকরাও যথেচ্ছ সংকট তৈরি করছে জনজীবনে। এই সুযোগে শুধু তেল, গ্যাস নয়, অবশ্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি পণ্যের দাম আকাশচুম্বী করেছে। সরকারের প্রশ্রয়ে কালোবাজারিরা বিপুল মুনাফা লুঠছে। কৃত্রিম সংকট তৈরি করে মানুষকে আরও বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সরকার ছেলেভোলানো কথা বলছে, কালোবাজারি করতে দেব না। এ ভাবে যুদ্ধের অজুহাত দিয়ে সাধারণ মানুষকে বলি করে চলেছে সরকার-পুঁজিপতি-কালোবাজারিদের অশুভ চক্র। সরকার এ সব বন্ধ করতে যে আদৌ প্রস্তুত ছিল না, তা স্পষ্ট।

ইতিমধ্যেই মূল্যবৃদ্ধিতে বিপন্ন, দারিদ্র-জর্জরিত সাধারণ মানুষ কোনও কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না। প্রতিদিনের খাবার, জীবনদায়ী ওষুধে পর্যন্ত কাটছাঁট করতে বাধ্য হচ্ছেন। অনেকেই ভাবছেন দেয়ালে তো পিঠ ঠেকেই গেছে, আর কত দিন সইতে হবে এই যন্ত্রণা? এরকম সংকটজনক পরিস্থিতিতে তাদের তৈরি হতে হবে এ কথা ঠিক, তবে তা শোষক পুঁজিপতি শ্রেণির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য। এখন জরুরি হিসাবে করতে হবে এই একটাই কাজ। এটাই সময়ের দাবি।

হাসপাতাল পরিকাঠামোর বেহাল দশা
উন্নয়নের দাবিতে সোচ্চার চিকিৎসক ও নার্সরা

সম্প্রতি পরিকাঠামোর বেহাল দশার কারণে দু-দুটি মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে আর জি কর হাসপাতালে ২৪ মার্চ বিক্ষোভ দেখান চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মী ও নার্সরা। সুপারিনটেনডেন্ট কাম ভাইস প্রিন্সিপালের কাছে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম ও নার্সেস ইউনিটির পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রিন্সিপাল এবং এমএসভিপি বলেন, এমার্জেন্সি ব. পরিকাঠামো উন্নতি ও পুনর্গঠনের ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সরকারি হাসপাতালে, বিশেষ করে আর জি করে পরিকাঠামোর দ্রুত উন্নতি না ঘটালে রাজ্যব্যাপী স্বাস্থ্যের বেহাল অবস্থার প্রতিবাদে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হবে।

নির্বাচন কমিশনে এসইউসিআই(সি)

একের পাতার পর

ডিসক্রিপেন্সি' যা কমিশনের ইতিহাসে এর আগে কখনও শোনা যায়নি এবং তার বিধিতেও নেই। সেই অজুহাতে নির্বাচন কমিশন আট হাজার মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ করে ৬৩ লক্ষের বেশি মানুষকে ২৭ ফেব্রুয়ারি রাতের মধ্যে 'বিচারাধীন' তকমা এঁটে ২৮ ফেব্রুয়ারি ফাইনাল ভোটার লিস্ট বের করে দেয়। এদের সকলের নামই ১৬ ডিসেম্বরে প্রকাশিত খসড়া ভোটার লিস্টে ছিল। এই সমস্ত কাজটি নাকি হচ্ছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে একপ্রকার অন্ধকারে রেখে দিল্লি থেকে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে। বাদ পড়া তালিকায় প্রধানত মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ, আদিবাসী মানুষরা, প্রান্তিক সমাজের মানুষেরা এবং তার সাথে বিপুল সংখ্যায় মহিলারা আছেন। এদের প্রত্যেকেই আজ নাগরিকত্ব হারানোর আশঙ্কায় দিশাহারা। এই সমস্ত অসহায় মানুষদের ন্যায়ের দাবি নিয়েই এ দিন যাওয়া হয়েছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশনে। অন্য দিকে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর, কুলতলি সহ বহু এলাকায় শাসক দলের পক্ষ থেকে দেওয়াল লেখা মোছা সহ যে হুমকি দেওয়া শুরু হয়েছে তা বন্ধ করতে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয় নির্বাচন কমিশনকে। অবজার্ভার সহ সমস্ত স্তরের আধিকারিকদের নাম ও ফোন নম্বর রাজনৈতিক দলগুলিকে জানানো এবং সমস্ত ভোটার যাতে ভোট দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করারও দাবি জানানো হয়।

ডাক্তার তরুণ মণ্ডল যিনি পঞ্চদশ লোকসভায় নির্বাচিত সাংসদ ছিলেন এবং তার আগে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে ইউপিএসসি পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়ে সরকারি চিকিৎসক হিসেবে ২১ বছর কাজ করেছেন এবং বর্তমানে পেনশন প্রাপক। তাঁর প্রাক্তন সাংসদের পরিচয়পত্র, সরকারি আধিকারিকের নথিপত্র ছাড়াও বৈধ পাসপোর্ট আছে যা নাগরিকত্বের অন্যতম দলিল। এ সব সত্ত্বেও তাঁর নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন তোলা হয়, কোন অভিসন্ধি থেকে এ ঘটনা ঘটতে পারল?

ডাঃ তরুণ মণ্ডলের মতো বিশিষ্ট নাগরিকদের যদি এই অবস্থা হয় তা হলে অন্য সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে কী বিচার হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন উঠেছে, কমবেশি যে ৩০ লক্ষ লোকের নাম বাদ পড়তে চলেছে তাদের ভোটাধিকার এবং বিচারকদের বয়ানে 'নাগরিক অধিকার' কী ভাবে রক্ষিত হবে? কমিশনের এ কোন ধরনের ন্যায়বিচার? রাজ্য নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে কিছু বলতে অপারগ। তারা নির্লিপ্ত ভাবে বলছে, এখন আর তাদের কিছু করণীয় নেই। এখন যা করার তা করবে ট্রাইবুনাল। একজন বৈধ ভোটারও যাতে তালিকা থেকে বাদ না যায় এবং ভোটাধিকার পায় এই কি তার নমুনা! সমস্ত দায় অ্যাপিলেট ট্রাইবুনালের বিচারপতিদের উপর তাঁরা ঠেলে দিচ্ছেন। কী কারণে নাম বাতিল করা হল তাও বিচারকরা নির্ধারণ করে দেখাননি। ভোটাররা জানতে পারছেন না কী কারণে তাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ গেল। কবে কোথায় এই ট্রাইবুনাল তৈরি হবে এবং কোথায় কারা আপিল করবেন তার তালিকা এখনও নির্ধারণ করা হয়নি। শুধু জানা গেছে, একটি মাত্র আপিল পোর্টাল খোলা হয়েছে অনলাইনে আবেদন করার জন্য। কী ভাবে বিচারকরা মীমাংসা করে রায় দেবেন, সেটা কবে হবে, কমিশনের কর্তারা সুনির্দিষ্ট ভাবে তা বলতে পারছেন না। নিজেরা শুনানিতে থাকবেন, না উকিল লাগবে, তার খরচ কে জোগাবে— কমিশন এ বিষয়ে নির্বিকার।

ফলে লক্ষ লক্ষ ভোটারকে বাদ দিয়েই কি এ বারের নির্বাচন হবে? এ ভাবে কেন লক্ষ লক্ষ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হত্যা করা হবে? এত দিন নির্বাচন কমিশনের কাজ ছিল ভোটার লিস্টে নতুন ভোটার যুক্ত করা। এ বারের এসআইআর দেখিয়ে দিল, কী ভাবে লক্ষ লক্ষ ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দিতে হয় এবং যে কোনও উপায়ে নির্বাচন কমিশনকে প্রভাবিত করে ইচ্ছামতো কাজে লাগিয়ে বিশেষ রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায় আসার রাস্তা পরিষ্কার করা যায়। এটা চলতে দেওয়া কি গণতন্ত্রের পক্ষে বিপদ নয়?

নির্বাচন কমিশন এসআইআরের নামে এনআরসিকেই আসলে কার্যকরী করছে যেটা কেন্দ্রীয় বিজেপির সরকারের অন্যতম অ্যাজেন্ডা। এর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রতিবাদ জানিয়ে বারবার বিক্ষোভ দেখিয়েছে, প্রতিবাদে একাধিকবার কমিশনকে স্মারকলিপি দিয়েছে। জেলায় জেলায় সাধারণ মানুষকে নিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে এবং এই প্রতিবাদ আগামী দিনেও চলতে থাকবে, যত দিন না মানুষের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করা যায়।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 78, No.: 34 Bengali Weekly April 3, 2026 Kolkata Price: Rs. 3.00

‘গণতন্ত্রের ঠিকাদার’ মার্কিন শাসকদের গণতন্ত্র হত্যার বিরুদ্ধে

আমেরিকা জুড়ে গণবিক্ষোভ

‘আমরা স্বৈরতন্ত্র চাই না, রাজা চাই না, গণতন্ত্র চাই।’ ‘ট্রাম্প নয়, আমরা জনগণই শেষ কথা বলব।’ এমনই নানা স্লোগানের গর্জন উঠল ২৯ মার্চ আমেরিকার নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, লস অ্যাঞ্জেলেস, টেক্সাস, বস্টন, ফিলাডেলফিয়া, মিনিয়াপোলিস, ডালাস, শিকাগো, পোর্টল্যান্ড সহ ৫০টি শহরে। লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষোভের বারুদ ফেটে পড়ল সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি, যুদ্ধনীতি এবং চড়া মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে। দাবি উঠল, প্রেসিডেন্ট আর তাঁর ঘনিষ্ঠ ধনকুবেরদের কোনও জায়গা নেই দেশে।

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ‘নো কিংস’ আন্দোলন নামে খ্যাত এই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের ঢেউ তৃতীয় বার আমেরিকার বুকে নাড়া দিয়ে গেল। এর আগে বার দুয়েক এ রকম স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ দেখা গেলেও ট্রাম্প সরকারের বিরুদ্ধে এত মানুষকে পথে নামতে দেখা যায়নি। ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ আক্রমণে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে মার্কিন নাগরিকদের অনেকেরই। অবিলম্বে ইরান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের দাবি তুলেছেন তারা। সংখ্যায় যে তারা কম নয়, বিক্ষোভকারীদের সংখ্যাই তার প্রমাণ।

এক দিকে আমেরিকার অর্থনীতির হাল ভাল নয়। ২০২৫-এর অক্টোবরের তথ্য বলছে, দেশের অর্থনৈতিক সংকট খুবই মারাত্মক। ঋণ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। প্রায় ১০ লক্ষ পরিবার তাদের ঘর হারিয়েছে। ২০২৬-এর ফেব্রুয়ারিতে ৯২ হাজার ছাঁটাই হয়েছে। বেকারি বেড়েছে অন্তত ৪.৪ শতাংশ। ২০২৫-২৬-এ শিক্ষাক্ষেত্রে বহুমুখী সংকট চলছে। সরকারি স্কুল ও কলেজ-শিক্ষার বেহাল অবস্থা। ২০২৩-২৪-এর তথ্যে প্রকাশ, ৪৫ শতাংশ সরকারি স্কুল কম সংখ্যক শিক্ষক নিয়ে চালাতে হচ্ছে। পরিণামে ছাত্র ভর্তি কমছে এবং সাক্ষরতার হার কমছে। স্বাস্থ্যপরিষেবা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে বললেই চলে। স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যয়বহুল ও বিমানির্ভর হওয়ায় যাদের পয়সা নেই, তারা চিকিৎসা করাতে পারছে না। এই চেনা ছবিটা অনেকটা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশ ভারতেরই মতো।

ভয়াবহ মন্দার মতো অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে যুদ্ধ-অর্থনীতির রাস্তা নিয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। এ দিকে ট্রাম্প সহ তার ধনকুবের দোসরদের নামে যৌন কেলেঙ্কারি ‘এপস্টিন ফাইলে’ প্রকাশ হয়েছে। এ সবের বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ দমন করতে একের পর এক অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ করছে ট্রাম্প প্রশাসন। আন্দোলন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের জেলে পর্যন্ত দিচ্ছে তারা। অভিবাসী ধরার নাম করে নানা প্রদেশে ট্রাম্প প্রশাসনের ভয়াবহ অত্যাচারের বিরুদ্ধে বারবার বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে মানুষ।

বন্ধু ইজরায়েলের সহযোগিতায় ইরান আক্রমণ, গ্রিনল্যান্ড দখলের হুমকি, কিউবায় অর্থনৈতিক অবরোধ ও দখলের হুমকি ইত্যাদির পেছনে আসল মতলব যে বিশ্বে আমেরিকার ধনকুবেরদের জন্য বাজার নিশ্চিত করা ও দেশের অস্ত্র ব্যবসাকে আরও চাঙ্গা করে মালিকদের মুনাফা বাড়ানোর পথ সুগম করা, যাতে বড় অংশের ভেট শাসকের তহবিলে ঢুকতে পারে, তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।

প্রেসিডেন্টের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে মার্কিন নাগরিকরা আবারও বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার শাসকদের বিরুদ্ধে পথে নেমেছেন লন্ডন, লিসবন, রোমের মতো ইউরোপের নানা শহরের হাজার হাজার মেহনতি জনতা। মার্কিন জনগণ বলছেন, আমরা স্বৈরতন্ত্রের হাতে দেশকে ছেড়ে দেব না। আমরা জনগণ আমাদের দেশ চালাব। আমেরিকায় লক্ষ কণ্ঠের প্রতিবাদ মনে করিয়ে দিচ্ছে এই ঐতিহাসিক সত্যকে— ‘শাসকরা শেষ কথা বলে না, শেষ কথা বলে জনগণই।’

(তথ্য ঃ ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ. প্রোজেক্ট সিন্ডিকেট.কম, ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ.মিয়ামি স্টুডেন্ট.নেট, ফরচুন.কম)

কাকোরি শহিদদের মূর্তি ভেঙে চরম অপরাধ করল বিজেপি সরকার

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৬ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, সৌন্দর্যায়নের অজুহাতে বিজেপি সরকার উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুরে যে ভাবে কাকোরি ঘটনার তিন শহিদ রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকউল্লা খান, রোশন সিংয়ের মূর্তি ভেঙে দিয়েছে, তা চরম নিন্দনীয়।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯২৫-এর কাকোরির বিপ্লবী সংগ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ঘটনা ভারতের স্বাধীনতাকামী জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই সংগ্রামে রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকউল্লা খান, রোশন সিং ফাঁসির মঞ্চে শহিদের মৃত্যু বরণ করে ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেন। শাহজাহানপুরের সাধারণ মানুষ গভীর শ্রদ্ধায় এই তিন শহিদের মূর্তি স্থাপন করেছিলেন ১৯৭২-এ।

শহিদদের মূর্তি ভাঙা বিজেপি সরকারের কোনও বিচ্ছিন্ন কাজ নয়। এটা আরএসএস-এর গুরুজি গোলওয়ালকরের নীতিকে দীর্ঘ দিন ধরে অনুসরণ করে চলার ফল। তিনি মনে করতেন, ভারতের ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম দেশপ্রেম নয়, প্রতিক্রিয়াশীলতা। তারা স্বাধীনতা আন্দোলনের এই উজ্জ্বল অধ্যায়গুলি মুছে ফেলতে চায়।

বিজেপি সরকারের এই জঘন্য অপরাধ প্রতিহত করতে এগিয়ে আসার জন্য আমরা দেশের জনগণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। দাবি জানাচ্ছি, অবিলম্বে মূর্তিগুলি যথাযোগ্য মর্যাদায় পুনঃস্থাপন করতে হবে এবং এই ঘৃণ্য কাজের সঙ্গে যুক্ত সকলকে শাস্তি দিতে হবে।

জঙ্গিপুরে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের তাণ্ডবের তীব্র প্রতিবাদ

রামনবমী মিছিলকে কেন্দ্র করে ২৭ মার্চ মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে আরএসএস এবং বিজেপির গুন্ডাবাহিনী এলাকায় যে তাণ্ডব চালায় তার তীব্র নিন্দা জানিয়ে এসইউসিআই(সি)-র জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলা সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

এ দিন নিরীহ মানুষকে মারধর, মুসলিম ধর্মের মানুষের দোকানপাট লুট ও অগ্নিসংযোগে যুক্ত অপরাধীদের দ্রুত গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তি এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ প্রশাসনকে দ্রুত মাইক প্রচার করে গুজব বন্ধের আবেদন করা হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা কমিটির সদস্য মির্জা নাসিরউদ্দিন, সাবির আলি এবং জঙ্গিপুর টাউন কমিটির সম্পাদক সুমন পাল ও মোহাম্মদ ইয়াসিন।

এনআরএস মেডিকেল কলেজে হকার নিষিদ্ধ করার ঘোষণা

প্রতিবাদ এসইউসিআই(সি)-র

শিয়ালদহের এনআরএস হাসপাতাল চত্বরে কোনও হকার ঢুকলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার নোটিস জারি করেছে কর্তৃপক্ষ। চিকিৎসার জন্য দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এসে হাসপাতাল চত্বরে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেন। হকারদের প্রবেশ বন্ধ করে দিলে তাঁদের নানা অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে এবং তাঁদের বাড়তি খরচের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে।

এই নোটিসের প্রতিবাদে ২৮ মার্চ দলের মেডিকেল, শিয়ালদহ ও এন্টালি লোকাল কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং এনআরএস হাসপাতালের মেন গেট পর্যন্ত মিছিল করে এই নোটিস প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। নেতৃত্ব দেন এন্টালি বিধানসভা কেন্দ্রে দলের প্রার্থী ডাক্তার কমরেড সামস মুশাফির। এসইউসিআই(সি)-র রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এই দিনই এক বিবৃতিতে এর প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে দেখছি সমস্ত সরকারি সংস্থাগুলি বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

যেভাবে রেলে হকার উচ্ছেদ করে প্ল্যাটফর্মগুলি বেসরকারি কোম্পানিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, সেই একই ভাবে হাসপাতালেও হকার প্রবেশ নিষিদ্ধ করে বড় ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলিকে সেখানে ব্যবসার সুযোগ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার। এই পদক্ষেপ অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক এবং মেহনতি মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক। আমরা অবিলম্বে এই নোটিস প্রত্যাহারের দাবি করছি।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com